START FUND
BANGLADESH

START NETWORK

সুনামগঞ্জের বন্যা মোকাবেলা ও পুনরুদ্ধারের গল্প

সুনামগঞ্জের বন্যা মোকাবেলা ও পুনরুদ্ধারের গল্প

প্রকাশনায়
স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ, ২০২৩

সহযোগতায়
দ্য ইউনাইটেড কিংডম গভর্নমেন্ট
দ্য নেদারল্যান্ডস মিনিস্ট্রি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স
সেন্টার ফর ডিজাস্টার ফিলানথ্রোপি (সিডিপি)

বিশেষ ধন্যবাদ
আলী আহসান, স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ
মারওয়া তাসনিম, স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ
সেন্টার ফর নেচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস)

প্রযোজনায়
রেডঅরেঞ্জ কমিউনিকেশন্স

সমন্বয়ে
উমায়ের আবু ওমর

লেখায়
নুজহাত জাহান খান

অলঙ্করণে
মোহাম্মদ মাহমুদ হায়দার

আলোকচিত্রে
এস এম মাহফুজুল ইসলাম

© ২০২৩ স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ। সকল সত্ত্ব সংরক্ষিত।

সূচিপত্র

ভূমিকা	৭
ভালোবাসার ভেড়াগুলো	৮
রানার স্বপ্নযাত্রা	১০
রাশেদা ও তার হাঁসগুলো	১২
নতুন অনুপ্রেরণা	১৪
শ্রমে সুরক্ষিত নিজ ভূমি	১৬
কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ	১৮
শ্রমে গড়া সৌভাগ্যের পথ	২০
একজন শ্রমিকের গর্ব	২১
উন্নত টয়লেট নিরাপদ স্বাস্থ্য	২২
একটু সহায়তা, স্বাভাবিক জীবনে ফেরা	২৪
হাওরের পান! খইতে কি চান?	২৬
নতুন চালে খুশির ঝিলিক	২৮
সুন্দর আগামীর জন্য	৩০

ভূমিকা

২০২২ সালের মে মাসে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হয়। জুন মাসে বৃষ্টিপাত আরও বেড়ে গেলে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বন্যায় সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'The Humanitarian Response Plan for Flash Flood 2022'-এ দেখা গেছে, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৭২ লাখ মানুষের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষের এখনো মানবিক সহায়তা প্রয়োজন।

যুক্তরাজ্য সরকার এবং Center for Disaster Philanthropy (CDP) এর অর্থায়নে 'Rapid Response and Early Recovery projects in response to four concurrent alerts' প্রকল্পের আওতায় ১.৫ জিবিপি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ সুনামগঞ্জকে প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করে। সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে ছিল নগদ অনুদান বিতরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা উপকরণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আশ্রয় কেন্দ্র ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ, সড়ক ও সেতু নির্মাণ, ডিআরআর (দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস) কার্যক্রম এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের মাঝে কৃষিপণ্য বিতরণ। স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য সরকার ও সিডিপির অর্থায়নে Center for Natural Resource Studies (CNRS) এর মাধ্যমে সুনামগঞ্জের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ছোট আকারের জনগোষ্ঠীগুলোকে পুনরুদ্ধার ও জীবিকার জন্য সহায়তা প্রদান করেছে।

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ সম্পর্কে

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ সুশীল সমাজ দ্বারা পরিচালিত, পুলড ফান্ড মেকানিজম যা ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি আকারের এবং প্রায়শই স্বল্প অর্থায়নের মানবিক সংকটগুলোতে প্রত্যাশার ভিত্তিতে এবং জরুরি অবস্থার মতো ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে। এর লক্ষ্য হলো, আগে থেকেই বরাদ্দকৃত তহবিলের মাধ্যমে জীবন, জীবিকা এবং সম্মান রক্ষা করা যা স্থানীয় এবং সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত, পাশাপাশি মানবিক সংকটপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ। এই তহবিলটি বাংলাদেশে কর্মরত ৪৭টি প্রতিষ্ঠানের একটি প্লাটফর্ম, যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠী এবং সুশীল সমাজ দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে উদ্দেশ্য তা সহজতর করার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ভালোবাসার ভেড়াগুলো

৬৫ বছরের বৃদ্ধ মাকে নিয়ে জসিমের সংসার। পেশায় কৃষক হওয়াতে মাঠের কাজে তাকে দিনের বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরেই থাকতে হয়। বাড়িতে জসিমের মা সারাদিন একাই থাকেন। তবে এই বয়সেও তিনি দিব্বি সব কাজ করতে পারেন। প্রতিদিন ভোরবেলা তার প্রথম কাজ হলো ভেড়াগুলোকে ছেড়ে দেওয়া। এই কাজটি তিনি বেশ আনন্দ নিয়েই করেন। তার কাছে এরা সন্তানের মতো। তিনি যেখানেই যান ভেড়াগুলোও তাকে অনুসরণ করে। তার সাথে সাথে ঘুরে বেড়ায়। ভেড়াগুলোকে ছেড়ে দিলে সারাদিন তারা হাওড়ে ঘুরে ঘুরে ঘাস খায়। তাদেরকে বেঁধে রাখতে হয় না। সন্ধ্যায় নিয়েও আসতে হয় না। দিন শেষে তারাই বাড়ির পথ চিনে ঠিক ফিরে আসে। আর এই সময়টাতে জসিমের মা তার সকল কাজ শেষ করে ভেড়াগুলোর অপেক্ষায় থাকেন। ভেড়াগুলোর প্রতি তার এই মায়ার কারণে জসিমকে বাড়তি কোন চিন্তাই করতে হয় না। সে বাইরের কাজেই ব্যস্ত থাকতে পারে।

জসিমের মা ভেড়াগুলোর যত্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন

জসিমের মা ভেড়াগুলো সবসময় চোখে চোখে রাখেন, তাদের প্রয়োজনের তিনি সর্বদা সজাগ থাকেন

কিন্তু গত বছর ছিল তাদের জন্য দুঃস্বপ্নের মতো। ভয়াবহ বন্যায় জসিমদের বাড়ি পানিতে ডুবে যায়। পানি ওঠে প্রায় কোমর পর্যন্ত। কোথাও যাওয়ার কোন জায়গা না পেয়ে জসিম, ইট দিয়ে একটা উঁচু জায়গা তৈরি করে। যাতে সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু দিন কাটতে থাকে ক্ষুধা আর অসুস্থতার মধ্য দিয়ে। খাবার আর বিশুদ্ধ পানির জন্য তাদেরকে নির্ভর করতে হতো ত্রাণের জন্য। খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা তিনবেলা খেতও না। কিন্তু বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের জন্য ত্রাণ দেওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে তাদের সঞ্চয়ও শেষ পর্যায়ে আবার কোন কাজও নেই। সব মিলিয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছিল।

জসিম এবং তার মা ভেড়াগুলোর যত্ন নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ

এই দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ। তারা আর্লি রিকোভারি কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। এই কার্যক্রম জসিমের মতো মানুষেদের নতুন করে বাঁচতে শেখায়। তাদেরকে আবার শুরু করতে অনুপ্রাণিত করে। প্রকল্পের অধীনে জসিমকে সহায়তার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে, সে ভেড়া বেছে নেয়। কারণ, ভেড়া লালন-পালন করা সহজ। আর তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য হাওড়ে পর্যাপ্ত ঘাস, লতা-পাতাও আছে। বাড়তি কোন খরচ নাই। ভেড়ার রোগ-বালায়ও কম হয় আর বছরে দু'বার মোটে ৪ থেকে ৬টি বাচ্চার জন্ম দেয়। জসিম স্টার্ট ফান্ডের কাছ থেকে দু'টি স্ত্রী ভেড়া এবং একটি পুরুষ ভেড়া পায়। এখন মায়ের সহায়তায় একটি ভেড়ার খামার গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য।

জসিম, একজন তরুণ কৃষক, সে তার মায়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে

রানা তালুকদার তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য ২৫ টি হাঁস সহায়তা হিসেবে পেয়েছিলেন

রানার স্বপ্নযাত্রা

রানার বেড়ে ওঠা সুনামগঞ্জের তাহেরপুরের একটি ছোট গ্রামে। বোনের বিয়ের পর রানার পরিবার বলতে শুধু বাবা আর মা। ছোট্ট সেই গ্রামের অনেক কিছুই শিশু রানাকে চমকিত করত। এক বিস্ময় ভারা চোখ নিয়ে সে সবকিছু দেখত। সে অবাক হতো তার মাকে হাঁসদের সাথে কথা বলতে দেখে। বুঝতে পারত না হাঁসগুলো কীভাবে তার মায়ের কথা বুঝত। হাঁসগুলোকে যখনই তার মা ডাকত, হাঁসগুলোও তার মায়ের দিকে তাকাত। যেন একই ভাষায় কথা বলছে তারা। রানা প্রতিদিন তাদের বাড়ির পিছনের পুকুরে এই দৃশ্য দেখত আর বিস্মিত হতো। হাঁসের প্রতি তার এই মুগ্ধতা একসময় রূপ নেয় ভালোবাসায়।

যদিও বড় হওয়ার সাথে সাথে রানার সেই মুগ্ধতাও হারিয়ে যেতে থাকে। এক বিশাল ঋণের বোঝার মাঝে সে নিজেকে আবিষ্কার করে। তার বাবা যে ঋণ করেছিল তা তাকে পরিশোধ করতে হয়। এজন্য তাকে পড়াশুনা বাদ দিয়ে শুরু করতে হয়েছিল কর্মজীবন। তাকে অনেক বেশি সময় কাজ করতে হতো ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য। সাথে নিজেদের জীবিকার জন্যও। কঠোর পরিশ্রম করে ২০২২ সালে সে সকল ঋণ পরিশোধ করে দেয়। ভাবে এবার তাদের সুদিন ফিরবে। কিন্তু নিয়তির পরিহাস, সেই বছরই তাদের ছোট্ট গ্রামটি বন্যার পানিতে ডুবে যায়। গত এক শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয় তাদের গ্রাম। কর্মহীন হয়ে পড়ে রানা। আর্থিক কষ্টে সাথে বন্যার কারণে ভুগতে হয় শারীরিক অসুস্থতায়। খাবার পানির অভাবে খেতে হয় বন্যার দূষিত পানি।

কয়েক সপ্তাহ পরে বন্যার পানি নেমে গেলে সে ভাবে, এবার ভালো কিছু হবে। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও সে কোন কাজ খুঁজে পায় না। ঠিক সেই মুহূর্তে স্থানীয় সম্প্রদায় ও ওয়ার্ড কমিশনারের সাহায্যে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ তাকে খুঁজে পায়। তাকে বেছে নেয়া হয় যাতে সে নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারে। তখন তার মনে হয় ছোটবেলার কথা। তাদের বাড়ির পিছনের পুকুর, হাঁস ও তার মায়ের কথা। সে আর কোন কিছু চিন্তা না করে তাদের কাছ থেকে হাঁস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

আজ এক বছর পর রানার এখন ২৫টি হাঁস। কিছু হাঁস ডিম দিতে শুরু করেছে। যার কিছু সে বিক্রিও করেছে। কিন্তু আর সে আর ডিম বিক্রি করতে চায় না। এখন তার পরিকল্পনা একশ হাঁসের একটি খামার গড়ে তোলা। যা তাকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সাথে সাথে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিবে।

স্টার্ট ফান্ড রানাকে তার পুকুরটির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছিল

রানা তার মুনাফা বাড়ানোর জন্য হাঁসের সংখ্যা ২৫ থেকে ১০০ তে নিতে চায়

রাশেদা ও তার হাঁসগুলো

স্থায়ী উপার্জনের জন্য রাশেদা ৩০টি হাঁস সহায়তা হিসেবে পেয়েছিলেন

রাশেদা ও তার পরিবারের বসবাস সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে। এই হাওরই তাদের একমাত্র জীবিকার উৎস। কিন্তু প্রকৃতির বিরূপ পরিবর্তন তাদের জীবনকে করে তুলছে কষ্টকর। আগে রাশেদার স্বামী বলে দিতে পারতেন হাওরে কখন কি পরিমাণ মাছ পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন সেসব কেবলই স্মৃতি। প্রকৃতির অপ্রত্যাশিত আচরণে এখন আর আগের মতো মাছ পাওয়া যায় না। তার উপর গত বছর যুক্ত হয় মারাত্মক বন্যা। কয়েক সপ্তাহ পানিতে ডুবে থাকে রাশেদার বাড়ি। আয়ের উৎস একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। আশ্রয় হয় একটি মোটরবোটে। যেখানে তাদের সাথে ছিল আরো তিনটি পরিবার। যেটুকু সঞ্চয় ছিল তাও শেষ হতে থাকে খাবারের জন্য। বাকিটা বন্যার পর বাড়ি মেরামতে। অবশিষ্ট বলতে তাদের আর কিছুই ছিল না। কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে সেটাই ছিল একমাত্র চিন্তা।

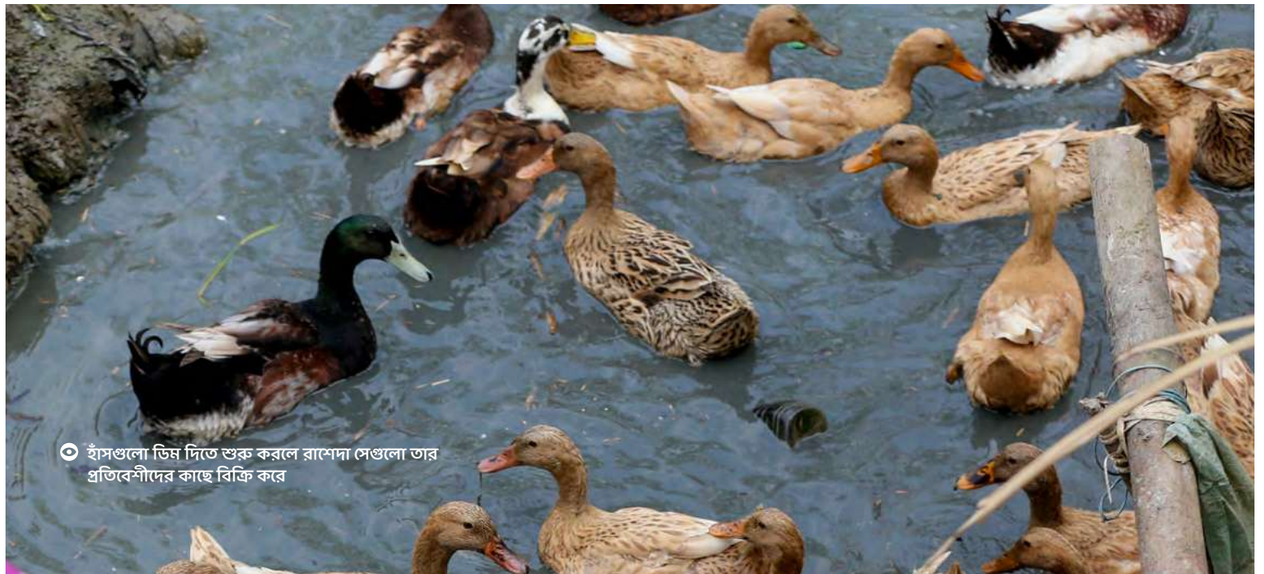

হাঁসগুলো ডিম দিতে শুরু করলে রাশেদা সেগুলো তার প্রতিবেশীদের কাছে বিক্রি করে

আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাশেদাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের তালিকায়। নির্ধারিত হয় তার জন্য ৩০টি হাঁস। স্থানীয় মানুষ এবং ওয়ার্ড সদস্যদের সাথে পরামর্শ করেই রাশেদাকে তালিকায় যুক্ত করা হয়। হাঁসগুলো পেয়ে রাশেদা বেশ খুশি। তিনি এখন হাঁসগুলোর পরিচর্যায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। কিছুদিন হলো তার হাঁসগুলো ডিম দিতে শুরু করেছে। তা তিনি প্রতিবেশীদের কাছে বিক্রি করছেন।

কিন্তু হাঁসগুলোকে নিয়ে তার নতুন একটা দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে। আবার যদি বন্য হয় তখন তার হাঁসগুলোর কী হবে। এরা যেন পানিতে ভেসে না যায়, নিরাপদে থাকে তা নিয়েই তার দুশ্চিন্তা। অবশ্য একটা উপায় তিনি ভেবে রেখেছেন। আর তা হলো, অনেক উঁচু করে তিনি একটি ঘর বানাবেন। বন্যার সময় তার হাঁসগুলো সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। তিনি বলেন, "আমার হাঁসের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য আমি সব চেষ্টাই করব।"

নতুন অনুপ্রেরণা

চিকসা পাড়ার মানুষজনের খাবার পানির উৎস বলতে একটিমাত্র নলকূপই। নলকূপটি তাদেরকে গত প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে খাবার পানির যোগান দিয়ে আসছে। কিন্তু গত বছরের বন্যায় তাদের সেই একমাত্র বিশুদ্ধ পানির উৎসটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এলাকার সকল মানুষ ভীষণভাবে খাবার পানির সমস্যায় পড়েন। বন্যার সময় তাদেরকে নির্ভর করতে হয়েছিল বন্যার পানির উপর। ফলে চিকসা পাড়ার মানুষেরা আমাশয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। যা তাদের দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দেয়। বন্যার পরে তাদেরকে পানি সংগ্রহ করার জন্য যেতে হতো অনেক দূরে। কাজটি যেহেতু নারীদেরকে করতে হতো তাই তাদেরকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পানি আনতে হতো। এদিকে বন্যার পরে কারও কাছেই কোন প্রকার অর্থ ছিল না। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ নলকূপ মেরামত করা তাদের পক্ষে ছিল কঠিন।

এই কঠিন সময়ে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ 'আর্লি রিকোভারি প্রোজেক্ট' নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায়। মেরামত করে দেয় ক্ষতিগ্রস্থ নলকূপটি, ফলে নিশ্চিত হয় বিশুদ্ধ পানির চাহিদা। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মেরামত কাজটি করা হয় ভবিষ্যৎ বন্যার কথা চিন্তা করে। সেরা

নলকূপ ক্ষতিগ্রস্ত হলে চিকসা পাড়ার নারীদেরকে পানি সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হতো

মানের উপকরণ দিয়ে উঁচু পাটাতন তৈরি করে মেরামত করা হয় নলকূপটি। এখন চিকসা পাড়ার ১২টি পরিবার এই নলকূপের পানি দিয়েই তাদের খাবার পানির চাহিদা পূরণ করছেন।

শুক্লা তালুকদার বলেন, 'এতো তাড়াতাড়ি নলকূপ মেরামত হওয়ায় আমরা অনেক স্বস্তি পেয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম আমাদের নিজেদের নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহের জন্য আরও অনেক মাস অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক যেমনটা আমরা বন্যা আসার আগে করতাম।

বন্যার পরে সুনামগঞ্জের সব জায়গায়ই দেখা গেছে এই একই চিত্র। ক্ষতিগ্রস্থ নলকূপগুলো পুররায় ঠিক করা স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। এমন পরিস্থিতে সুনামগঞ্জের কমবেশি ৬০টি ক্ষতিগ্রস্থ নলকূপ পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে দেয় স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ। সবগুলো নলকূপই ঠিক করা হয় বন্যা উপযোগী করে। এতে মানুষের দুর্ভোগ কমার পাশাপাশি নিশ্চিত হয়, বিশুদ্ধ পানির চাহিদা। যা ছিল তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অনুপ্রেরণা।

মেরামত করা নলকূপটি এখন ১২টিরও বেশি পরিবারের পানির চাহিদা পূরণ করছে

শ্রমে সুরক্ষিত নিজ ভূমি

হাওরের পাশেই ছোট্ট একটি জমির মালিক আরদাদ আলী। সেখানেই তার বাড়ি। হাওরের অপরূপ সৌন্দর্য আরদাদ আলী তার বাড়ি থেকেই উপভোগ করতে পারেন। শীতকালে বিস্তীর্ণ সবুজ তৃণভূমি। আর বর্ষায় চারপাশে থৈ থৈ পানি। কি অপরূপ সৌন্দর্য! এই জমিতে তার আরও পাঁচটি ঘর রয়েছে। ঘরগুলো আরদাদ আলী ভাড়া দিয়েছেন পাঁচটি পরিবারের কাছে।

কিন্তু গত বছরের বন্যায় তার এই বাড়িগুলো সবই পানিতে তলিয়ে যায়। কেউ কেউ কাছের স্কুলে আশ্রয় নেয়। কেউ আবার সেখানেই ইট দিয়ে উঁচু করে থেকে যায়। আরদাদ আলীর বাড়ি হাওরের কাছে হওয়ায় আর সবার চেয়ে তার বাড়ি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। আবার তার জমি ক্ষতিগ্রস্থ হলে আশেপাশের জমিগুলোও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। পরিস্থিতি পরিবর্তনে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আশেপাশের সবাইকে নিয়ে পরামর্শ করে। সিদ্ধান্ত হয় আরদাদ আলী'র জমি রক্ষা করার। আর স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ তার 'আর্লি রিকভারি প্রজেক্ট'-এর মাধ্যমে আরদাদ আলীকে সহায়তা করে বড় ধ্বংসাত্মক ঢেউ থেকে তার জমি রক্ষায়।

এই ব্যবস্থাকে বলা হয় আফাল সুরক্ষা। এই সুরক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা বাঁধের মতো করে জমির চারপাশে গড়ে তোলা হয়। সিমেন্ট ও মাটির মিশ্রণযুক্ত ব্যগগুলো একটার উপর একটা রেখে তৈরি করা হয় এই সুরক্ষা প্রাচীর। বড় ধ্বংসাত্মক ঢেউগুলো প্রথমেই সেখানে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দুর্বল হয়ে যায়। ফলে তাদের জমি এবং বাড়ি দুটিই

আফাল সুরক্ষা এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে উঁচু জমির চারপাশে সিমেন্ট এবং মাটির মিশ্রণযুক্ত ব্যাগ ব্যবহার করে জমির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল স্থানীয় মানুষদেরকেই এবং শ্রমের জন্য তাদের ন্যায্য মজুরিও দেওয়া হয়।

থাকে সুরক্ষিত। পাশাপাশি ক্ষতিকর উপকরণ না থাকায় এটি সম্পূর্ণরূপে পরিবেশবান্ধব।

আফাল সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ অন্য আর সব কার্যক্রম থেকে ছিল একদমই আলাদা। এই কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল স্থানীয় মানুষদেরকে। স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ তাদেরকে সরবরাহ করেছিল তাদের শ্রমের পারিশ্রমিক, ব্যাগ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ। এসব দিয়ে তারা সকলে মিলে গড়ে তোলে আফাল সুরক্ষা ব্যবস্থা। ধারণাটি দেয় স্থানীয় মানুষরাই। এতে একদিকে তারা নিজেদের জমি এবং বাড়ি নিজেরাই রক্ষাণাবেক্ষণ করে আবার, এই সংকটের সময় তারা কিছু অর্থ উপার্জন করতেও সক্ষম হয়।

গত বছরের ভয়াবহ বন্যার পর শিশুরা বাড়িতে ফিরে একসাথে খেলছে

"স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের সহায়তা ছাড়া আমরা যদি এই সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করতে যেতাম তাহলে আমাদেরকে না খেয়ে থাকতে হতো। এরই মধ্যে আমরা বাড়ি মেরামতেই সকল সঞ্চয় শেষ করেছি।" কথাগুলো বলছিলেন আমদাদ আলী, যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই পুরো কাজের তদারকি করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, "এই সমাধানটি আসলে অস্থায়ী। এক-দুই বছরের বেশি স্থায়ী হবে না। ফলে আমাদের জমি আবার ঝুঁকিতে পড়বে। তাই স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের কাছে অনুরোধ তারা যেন আমাদেরকে জমি রক্ষার একটি স্থায়ী সমাধান দেয়।"

কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ

সুনামগঞ্জের বীরনগরে হাওরের কাছেই উঁচু জমিতে টিনের কুঁড়েঘর করে বসবাস করে প্রায় আটটি পরিবার। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা পেশায় দিনমজুর, কৃষক বা ছোট ব্যবসার সাথে যুক্ত। নারীরা বাড়িতেই থাকেন। তারা বাড়ির কাজ, সাথে ছোট খাটো অন্যান্য কাজ করেন এবং সন্তানদের দেখাশুনা করেন। বেশ ছন্দেই কাটছিল তাদের জীবন। কিন্তু গত ২০২২ সালের বন্যা থামিয়ে দেয় তাদের দৈনিন্দিন জীবন। তাদের ঘর-বাড়ি'সহ সবকিছু ডুবে যায় বন্যার পানিতে।

আবুল কালাম তাদেরই একজন। তার একটা ছোট মোটর পার্টসের ব্যবসা রয়েছে। বন্যায় তার দোকান ডুবে গেলে মালামালের একটা বড় অংশ নষ্ট হয়ে যায়। কিছু বন্যার পানিতে ভেসেও যায়। এতে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যার পর এখন তিনি সেই ক্ষতি পুনরুদ্ধারে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি তার

পরিবেশ-বান্ধব আফাল সুরক্ষা ব্যবস্থা বড় বড় ঢেউগুলোকে দুর্বল করে দিয়ে স্বল্প পরিসরে সুরক্ষা দেয়

এই পাড়ার নারীরা প্রথমবারের মতো শ্রম-ভিত্তিক কাজ করার মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য ভাঙতে পেরে গর্বিত ছিলেন

পক্ষে বাড়ি ঠিক করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ তার বাড়ির জমিটুকু রক্ষায় সহায়তা করায় তিনি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই সহায়তা তার খুবই প্রয়োজন ছিল। তা না হলে তার ক্ষতিগ্রস্থ দোকানটি বিক্রি করে বাড়ি ঠিক করতে হতো। এতে তার ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস হয়ে পড়ত অনিশ্চিত।

জমি রক্ষার উপকরণ এবং শ্রমের মজুরি প্রদান বিষয়ে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তার খবরটি তাদের কাছে আশার আলো হয়ে আসে। তারা আনন্দের সাথে নারী-পুরুষ সকলে মিলে মাটি খনন, ব্যাগ ভর্তি এবং তা একটি পর একটি সাজিয়ে সম্পূর্ণ কাজটি করেন। এই ব্যাগগুলো বন্যা বা হাওরের পানি বৃদ্ধি পেলে ধ্বংসাত্মক বড় বড় ঢেউগুলোকে বাধা দিবে।

তারা নিবিড় ভাবে কাজগুলো শেষ করেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, সেখানকার নারীরা প্রথমবারের মতো এমন শ্রমভিত্তিক কাজ করেছেন এবং তারা বেশ উচ্ছ্বসিত। আগে তারা এসব কাজ পুরুষের কাজ হিসেবেই জানতেন। পাশাপাশি স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ-কে তারা ধন্যবাদ জানায় নারী-পুরুষ সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। মোট ১৭ জন ৫ দিন কাজ করেন এবং প্রত্যেকে প্রতিদিনের জন্য ৫০০ টাকা করে পেয়েছেন।

শাজেদা বেগম বলেন, "বন্যার পর আমরা যখন মরিয়া হয়ে কাজ খুঁজছিলাম তখন শুনলাম আমাদের জমি রক্ষার জন্য আমরা পারিশ্রমিক পাব, যা আমাদেরকে বাড়তি অনুপ্রেরণা দিয়েছে।"

আফাল সুরক্ষা ব্যবস্থা আগামী দুই বছর তাদের জমি ও বাড়ি সুরক্ষিত রাখবে। এই সহায়তার জন্য জান্নাত আক্তার স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী সমাধান ও সহায়তা তাদের কাছে প্রত্যাশা করেন। যা তাদেরকে একটি সুরক্ষিত ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিবে।

শ্রমে গড়া সৌভাগ্যের পথ

সুনামগঞ্জের সাচনা বাজার থেকে পূর্ব দিকে গেলেই দেখা মিলবে অপরূপ এক দৃশ্যের। মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধুই ধানক্ষেত। শত শত কৃষক ফসলের পরিচর্যায় ব্যস্ত। কেউ সেচ দিচ্ছে তো কেউ নিড়ানি। তাদের নিরলস পরিশ্রমে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে ফসলগুলো। একসময় কাটার উপযোগী হয়ে যায়। কৃষকের ব্যস্ততা বাড়ে ফসল ঘরে তোলার জন্য। আর ভোগান্তির শুরুও ঠিক তখনই। তাদের কষ্টে ফলানো এই ফসল নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিল না কোন সংযোগ সড়ক।

২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যার পর স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের বাস্তবায়নকারী অংশীদার, সিএনআরএস (সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্সেস স্টাডি) এই অঞ্চলে বসবাসরত স্থানীয় মানুষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে তাদের জন্য কী সেরা হবে তা নিয়ে। সেই আলোচনায় স্থানীয় মানুষদের পক্ষ থেকে তাদের ফসলের মাঠকে প্রধান সড়কের সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি রাস্তা তৈরি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ধারণাটি খুবই ভালো ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জও ছিল অনেক বেশি। প্রধান বাধা, এই রাস্তার দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন ছিল অতিরিক্ত অর্থের। পরে অবশ্য সেই বাধাও অতিক্রম করা সম্ভব হয়। সিএনআরএসের সাইট অফিসার ইয়াহিয়া সাজ্জাদের প্রচেষ্টায় ইউনিয়ন পরিষদ একটি সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণে সম্মত হয়। যা পরবর্তীতে বন্যা হলেও রাস্তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এই কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। কার্যক্রমে যুক্ত করা হয় স্থানীয়

এই রাস্তাটি ফসলের মাঠ থেকে হাজার হাজার মণ ধান পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়

ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সহায়তায় একটি সহায়ক প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল

মানুষদেরকে। তাদেরকে তাদের শ্রম ও সময়ের দেওয়া হয় অর্থ। স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের 'ক্যাশ ফর ওয়ার্ক' কার্যক্রমের অধীনে এই অর্থ দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের সাথে পরামর্শের পর তাদের মধ্য থেকে ৩০ জনকে বেছে নেয়া হয় রাস্তা নির্মাণের জন্য। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র ১০ দিনে সম্পূর্ণ হয় রাস্তার কাজ। প্রত্যেকে দৈনিক মজুরি হিসেবে পান ৫০০ টাকা। আর প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন, মাটি, বাঁশ ইত্যাদি সরবরাহ করে স্থানীয়রাই। সকলের সহযোগীতায় তৈরি হয় তাদের প্রত্যাশিত রাস্তার কাজ। বর্তমানে এই পথ দিয়েই পরিবহন করা হয় হাজার হাজার মণ ফসল। যা স্থানীয় কৃষকদের জীবন করে দিয়েছে আরো সহজ।

একজন শ্রমিকের গর্ব

মুহাম্মদ আজিজুর রহমানের বাড়ি সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার সাচনা পাড়ায়। তিনি সেই সব শ্রমিকদের একজন যারা সাচনা বাজারের পূর্বদিকে ধানক্ষেতকে প্রধান সড়কের সাথে সংযুক্ত করার রাস্তাটি নির্মাণ করেছিলেন।

গত বছরের ভয়াবহ বন্যার পর আর সবার মতো তিনিও হয়ে পড়েন কর্মহীন। কোথাও কোন কাজ না পেয়ে এক প্রকার মানবেতর জীবন যাপন করছিলেন। সাধারণত তিনি কৃষি কাজ বা দিনমজুর হিসেবেই কাজ করতেন। কিন্তু তেমন কোন কাজই কোথাও ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি জানতে পারেন, একটি রাস্তা নির্মাণ করা হবে এবং সেখানে শ্রমিকের প্রয়োজন। এই রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে তাদের জন্যই। সেই সাথে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ সেখানে কাজ করার জন্য প্রদান করবে নগদ অর্থ। আজিজুর রহমান এতে কিছুটা স্বস্তিবোধ করেন। আর সবার সাথে মিলে ১০ দিনে রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ করেন। তিনি পেয়ে যান ৫ হাজার টাকা।

এই কাজ যে তাকে শুধু অর্থই দিয়েছে তা না। রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে তাদেরই জন্য, তাদের চলাচলের জন্য, মাঠ থেকে সহজে ফসল পরিবহনের জন্য। আর সেই রাস্তা নির্মাণে রয়েছে তার শ্রম। তাই তো তিনি এই কাজে যুক্ত হতে পেরে গর্বিত।

স্টার্ট ফান্ডের 'ক্যাশ ফর ওয়ার্ক' উদ্যোগের ১০ জন গ্রাপকের মধ্যে একজন মুহাম্মদ আজিজুর রহমান

উন্নত টয়লেট নিরাপদ স্বাস্থ্য

বন্যা দেখা দিলে দেখা দেয় বিভিন্ন সমস্যা। খাবার ও বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং পানিবাহিত রোগের কারণে মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না। এসবের সাথে সাথে তারা আরও একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হোন। আর তা হলো টয়লেটের সমস্যা। যার কারণে ডায়রিয়া, আমাশয়-এর মতো পানিবাহিত রোগের প্রকোপ আরও বেড়ে যায়। এসময় শিশু, বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী নারীরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েন। যারা বন্যার সময় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেন তাদেরকে ভুগতে হয় অস্বাস্থ্যকর সীমিত টয়লেট ও অধিক মানুষের ভীড়ের কারণে। আর যারা বাড়িতেই থাকেন, তাদেরকে বিভিন্ন উপায় নিয়ে ভাবতে হয়।

সালেমা বেগম তার স্বামী, পাঁচ বছরের মেয়ে এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে একসাথে থাকেন। গত বছর সুনামগঞ্জে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে তাদের বাড়ি কোমর সমান পানিতে ডুবে যায়। সেসময় তারা বাড়িতেই ছিলেন। সমাধান হিসেবে তারা ইট দিয়ে একটি উঁচু স্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেখানে তারা সবাই খুব কষ্ট করে বন্যার দিনগুলো অতিবাহিত করেন। এসময় তাদের একমাত্র টয়লেটি ব্যবহারের কোন উপায় ছিল না। কারণ সেটিও বন্যার পানিতে ডুবে ছিল। তাই তাদের কাছে টয়লেট ব্যবহারের একমাত্র সমাধান ছিল বাচ্চাদের টয়লেটের পাত্র ব্যবহার করা।

একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ৬৫ বছর বয়সী আব্দুর রউফ। তিনিও তার পরিবার নিয়ে ছিলেন নিজ বাড়িতে এবং ইট দিয়ে উঁচু করে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বন্যার সময় তিনি বেছে নিয়েছিলেন উন্মুক্ত বন্যার পানিতে মল ত্যাগের সিদ্ধান্ত। তার মতে, "এমন সময় লজ্জা কী আর গোপনীয়তায় বা কী। আমরা শুধু এই বন্যা থেকে বেঁচে থাকার কথাই ভাবতে পারি।"

স্টার্ট ফান্ড ক্ষতিগ্রস্ত ৫৫টি টয়লেট মেরামত করেছে

উন্নত টয়লেটের কারণে নারী ও কিশোরীরাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে

কিছুটা দূরে বসবাস করা মৌসুমী তার অভিজ্ঞতা কথা জানান, কীভাবে তিনি পুরনো ভাঙা টেবিল এবং বাঁশের মাধ্যমে একটি অস্থায়ী টয়লেট তৈরি করেছিলেন। এই ব্যবস্থা তাদেরকে কিছুটা গোপনীয়তা দিলেও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতের কোন সুযোগ ছিল না।

কয়েক সপ্তাহের বন্যার পর পানি নেমে গেলেও তাদের ভোগান্তি শেষ হয় না। তাদের টয়লেট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। তার উপর তাদের জন্য ছিলো না পর্যাপ্ত খাবার ও ঔষধের সরবরাহ। এমন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ছিল আরও চ্যালেঞ্জিং। তবে এই চ্যালেঞ্জটিই নেয় স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ। তারা তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও বুড়িতে আংশিক ও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ ৫৫টি টয়লেট মেরামত করে দেয়। প্রতিটি টয়লেট মেরামতে ব্যয় হয় ১৮ হাজার টাকা। আর এই টয়লেটগুলো তৈরি করা হয় আগামী বন্যার কথা চিন্তা করেই। এজন্য তারা টয়লেটগুলো যতটা সম্ভব উঁচু করে নির্মাণ করে। এতে টয়লেটগুলো বন্যার সময়ও ব্যবহার উপযোগী থাকবে। পাশাপাশি এগুলো নির্মাণে নিশ্চিত করা হয় ট্যাঙ্ক ব্যবস্থার। যার ফলে বন্যার সময় মল আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশ দূষিত করবে না এবং নিয়মিত পরিষ্কার করা যাবে।

এসব উন্নত, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট বন্যাদুর্গত জনগোষ্ঠীর জন্য বয়ে এনেছে বিরাট স্বস্তি।

উন্নত টয়লেটের সাথে সাথে, স্টার্ট ফান্ড স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কে স্থানীয়দেরকে সচেতন করেছে

একটু সহায়তা, স্বাভাবিক জীবনে ফেরা

বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রিপা নগদ অনুদান হিসেবে ৪৫০০ টাকা পেয়েছেন

পুরো বাড়ি বন্যার পানিতে ডুবে গিয়েছিল। ছেলে মেয়েকে নিয়ে কি যে কষ্টে দিন কাটিয়েছি। বাড়িতে থাকা বেশিরভাগ খাদ্য শস্যই নষ্ট হয়ে যায়। যতটুকু রক্ষা করতে পেরেছিলাম তা খেয়েই থেকেছি। আর বন্যার পরে যতটুকু সঞ্চয় ছিল তা বাড়ি মেরামত, ঔষধ আর খাবার কিনতেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল, বলছিলেন রিপা বেগম। গত বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ প্রায় ৭২ লাখ মানুষের মধ্যে রিপা বেগম একজন।

বন্যার কারণে চারিদিকে শুধুই হাহাকার। কারও কাছেই টাকা নেই। কাপড় সেলাই এর অর্ডার পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে, তার একমাত্র আয়ের উৎস প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সেলাই মেশিন চলার বদলে থেমেই থাকত বেশির ভাগ সময়। যেটুকু আয় করেন তা দিয়ে সংসার চালানো তার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তিনটি ছেলে যেহেতু দিনমজুর এবং কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল, তাই তাদের পক্ষেও কাজ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না তার মেয়ের পক্ষেও।

কাপড় সেলাই এর কাজ রিপাকে তার পরিবারের জন্য উপার্জন করতে সহায়তা করে

ধন্যবাদ স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশকে, আমাদের এমন পরিস্থিতিতে সহায়তা করার জন্য। তারা আমাদেরকে খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনের জন্য ৪৫০০ টাকা দেয়। বন্যার পরপরই এই নগদ সহায়তা আমাকে অর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এটি আমাদেরকে ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সহায়তা করেছে।

এখন আমি সেলাই এর মাধ্যমে আয় করছি। ছেলেরাও কাজ করছে। আর মেয়েটি কিছুদিন আগে একটি হাসপাতালের ল্যাব সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেছে।

হাওরের পান! খইতে কি চান?

স্টার্ট ফান্ডের নগদ অনুদান তাহেরকে পুনরায় তার ব্যবসা শুরু করতে সহায়তা করেছে

ঝলমলে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। সবুজ ঘাস আর নীল জলের এ এক অপরূপ সহাবস্থান। মাঝে মাঝে পাখির ঝাঁক বেধে উড়ে যাওয়া। কয়েকজন ব্যক্তি বসে বসে পান খাচ্ছেন আর হাওরের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। না তারা অন্য কেউ না। এদের বাড়ি এখানেই। আর এরা সবাই হলেন আবু তাহেরের পানের দোকানের ক্রেতা।

শুষ্ক মৌসুমে, তার দোকানে বসেই দেখা যায় মাইলের পর মাইল জুড়ে সবুজ প্রান্তর। বর্ষাই এই সবুজ মাঠই ধারণ করে স্বচ্ছ নীল জল। কিন্তু গত বছর এই সৌন্দর্যই আবু তাহেরের দোকানের জন্য কাল হয়ে দেখা দেয়। হঠাৎ বন্যায় তার দোকান সম্পূর্ণ ডুবে যায়। কয়েক সপ্তাহের এই বন্যা তাকে নিঃস্ব করে দেয়। দোকানের সকল পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। পুঁজি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না আবু তাহেরের।

বন্যার পানি নেমে গেলেও আবু তাহেরের দুর্ভোগ কমে যায় না। সঞ্চয়

তাহের এখন প্রতিদিন বিশ জনেরও বেশি মানুষের কাছে পান বিক্রি করেন

বলতে যা ও ছিলো তা পরিবারের চিকিৎসা, বাড়ি মেরামত আর খাবার কিনতেই শেষ হয়ে যায়। পানের দোকান পুনরায় শুরু করার জন্য তার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ঠিক সেই মুহূর্তে তার পাশে দাঁড়ায় স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ। তারা তাকে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে ৪৫০০ টাকা অনুদান দেয়। আবু তাহের এই টাকা দিয়ে তার ক্ষতিগ্রস্থ দোকানটি ঠিক করে এবং আবার তার পানের ব্যবসা শুরু করে।

এখন প্রতিদিনই তার বাড়ছে ক্রেতা এবং বাড়ছে আয়।

মঙ্গল মিয়া, তার মেয়ে, মা এবং তার ভাগ্নে

নতুন চালে খুশির ঝিলিক

পঞ্চাশোর্ধ্ব মঙ্গল মিয়া একাই সব কাজ করেন। তার বৃদ্ধ মা এবং ছোট্ট মেয়েটির দেখাশুনা তাকেই করতে হয়। অসুস্থ মাকে নিশ্চিন্ত করতে চান যে, তিনি তার পাশেই আছেন। এ বিষয়ে তার চেষ্টার কখনই কমতি থাকে না। সংসারের এই কাজগুলো তাকেই করতে হয় কারণ তার স্ত্রী ঢাকায় একটি তৈরি পোষাক কারখানায় কাজ করে। সেখান থেকে তিনি পরিবারের জন্য টাকাও পাঠান। আর মঙ্গল মিয়া সুনামগঞ্জে থেকে পুরো পরিবার পরিচালনা করেন। সাথে এই বয়সেও তিনি দিনমজুর অথবা কৃষি কাজ করেন।

দিন তার ভালোই কাটছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, গত বছরের ভয়াবহ বন্যায় তার বাড়ি প্রায় পুরোপুরি ডুবে যায়। তিনি তার অসুস্থ বৃদ্ধ মা এবং ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে পাশের একটি স্কুলে আশ্রয় নেন। তবে তিনি তার স্ত্রীকে এই পরিস্থিতিতে বাড়ি আসতে বারণ করেন। তিনি সবকিছু দেখেশুনে রাখবেন বলে আশ্বস্তও করেন। তবে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরে বাড়িটিকে জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখতে পান। বাড়ির দেয়াল, ঘরের চাল কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। আসবাবপত্রও যা ছিল তাও উলট-পালট।

এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গল মিয়া আশার আলো হিসেবে পাশে পান স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশকে। তারা তাকে বাড়ি মেরামতের জন্য ২০,০০০ টাকা দেয় আর্লি রিকভারি প্রজেক্টের আওতায়। এই টাকা দিয়ে তিনি চাল দেওয়ার জন্য ঢেউটিন কিনেন, দেয়াল নির্মাণ করেন। পাশাপাশি তিনি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও ঠিক করেন সেই টাকা থেকে।

“পড়াশোনার জন্য এখন আমার একটা পরিষ্কার জায়গা আছে। আমরা আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মেরামত করেছি, যাতে আমি রাতে পড়াশোনা করতে পারি। আমি রাতে পড়াশোনা করতে এবং দিনে খেলতে পছন্দ করি।” বলছিল মঙ্গলের নয় বছর বয়সী চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া মেয়ে।

মঙ্গল মিয়া গত বছরের বন্যার কারণে তার স্ত্রীকে কাছে পাননি। তাই এবার তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তার স্ত্রীর ছুটির জন্য। এ বছর পরিবারের সবার সাথে ঘরের নতুন চালের নিচে কয়েকটা দিন কাটাতে চান তিনি।

মঙ্গল মিয়ার মেয়ে ও তার বন্ধু নতুন মেরামত করা বাড়ির দরজায় বসে গল্প করছে

মঙ্গল মিয়ার ভাগ্নে প্রায়ই তার মেয়ের সাথে পড়াশোনা করতে তার বাড়িতে আসে

আসন্ন বন্যার স্থানীয় মানুষ জনের ব্যবহারের জন্য টয়লেটগুলো তৈরি করা হয়েছে

সুন্দর আগামীর জন্য

বন্যা ও সাইক্লোনের মতো দুর্যোগের সময় স্কুলগুলো আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়। কারণ, এখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ একসাথে থাকতে পারে। আমাদের সকল শ্রেণিকক্ষ এবং অন্যান্য স্থানগুলো প্রায় ৪০০ মানুষের থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। যেখানে শিশু, নারী, পুরুষ সবাই ছিল। আমরা তাদের গবাদি পশুদেরও জায়গা দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। তা না হলে পরিবারগুলো বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতো। গত বছর আমাদের স্কুলটি প্রথমবারের মতো আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেটিও এত বিপুল সংখ্যক লোকের জন্য। তবে বন্যার সময় সবার ভিড়ের কারণে টয়লেট ব্যবহারে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের। এটি হয়েছে কারণ, আমাদের টয়লেটগুলো শুধুমাত্র স্কুলের শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। বলছিলেন, তাহিরপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া তালুকদার।

গত বছর সুনামগঞ্জের বন্যায় আনুমানিক ৭২ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বন্যা কবলিত এলাকার সকল বিদ্যালয় উন্মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বিদ্যালয়গুলোও তাদের সামর্থ্যের সবটুকুদিয়ে চেষ্টা করে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদেরকে স্থান দেওয়ার। তাহিরপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রায় ৪০০ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল। যাদের অনেকেই সাথে গবাদি পশু নিয়ে এসেছিলেন। কারণ তাদের ডুবে যাওয়া বাড়িতে গবাদি পশু রেখে যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

স্টার্ট ফান্ড ঘুর্ণিঝড় এবং বন্যার মতো দুর্যোগের সময় ব্যবহারের জন্য নারী এবং পুরুষের পৃথক টয়লেট তৈরি করেছে

বন্যার সময় বিদ্যালয়গুলোতে আশ্রয় নেয়া এসব মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যা তাদের জন্য অপর্যাপ্ত তো ছিলই পাশাপাশি তাদের সবার জন্য উপযোগীও ছিল না। এই চিত্র দেখা গেছে, সুনামগঞ্জের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোতেও।

এই সমস্যার সমাধানে স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ বন্যায় সময় ব্যবহারের জন্য ওয়াশ ব্লক বা অতিরিক্ত টয়লেট নির্মাণের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়কে সহযোগিতা করে। এটি করা হয় কারণ, বন্যার সময় মানুষের উপর বন্যার প্রভাব কমানোর জন্য উন্নত বন্যা প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর অতিরিক্ত টয়লেটগুলো উন্নত বন্যা প্রস্তুতির অপরিহার্য উপাদান। যা তাদেরকে সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ৪৭টি এনজিওর একটি সুশীল সমাজ দ্বারা পরিচালিত নেটওয়ার্ক যা স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বা সংস্থাগুলোকে সহায়তা করে। এটি প্রয়োজনের ভিত্তিতে সময়োপযোগী এবং কার্যকর মানবিক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

শফিউল আলম
প্রোগ্রাম করডিনেটর, স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ
ইমেইল: shofiul.alam@startnetwork.org

আমাদেরকে অনুসরণ করুন:

StartFundBD
@StartFundBD
www.startnetwork.org

START FUND BANGLADESH

START NETWORK